بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুমআ

***'প্রকৃত উপকার ও কল্যাণ তখনই পৌঁছাবে যখন আমরা এদিকেও গভীর প্রয়াস করবো যে যা কিছু আমরা দেখেছি ও শুনেছি তাকে নিজ জীবনকে পুনর্গঠন বা বাস্তবায়ন করার মাধ্যম বানাবো। অতএব এই জলসার প্রকৃত লাভ তখনই সম্ভব যখন আমরা নিজস্ব অবস্থাকে নিজ শিক্ষা অনুযায়ী চালিত করব এবং যা কিছু শোনা হোল তা নিজের উপর কার্যকরী করবো।'***

**সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্তে প্রদত্ত ২৮শে আগষ্ট, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ**

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- আজ কাল আমার কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে পত্রাদি ও ফ্যাক্স ইত্যাদি আসছে যাতে তাঁরা যুক্তরাজ্যের সফলসিদ্ধ জলসা সালানার অভিনন্দনও থাকে এবং একথার বহি:প্রকাশ থাকে যে আমরা এম.টি.এ মারফৎ জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান সরাসরি দেখেছি ও উপকৃত হয়েছি পরন্তু প্রকৃত উপকার ও কল্যাণ তখনই পৌঁছাবে যখন আমরা এদিকেও গভীর প্রয়াস করবো যে যা কিছু আমরা দেখেছি ও শুনেছি তাকে নিজ জীবনে পুনর্গঠন বা বাস্তবায়ন করার মাধ্যম বানাবো। আজকের পৃথিবীর গভীর দৃষ্টি আমাদের দিকে রয়েছে এবং এম.টি.এর মাধ্যমে জলসায় তারা যোগদান করেছে, আহমদী জগৎ ও অন্যান্য ধর্মীয় জগৎও প্রচুর মনোযোগের সাথে শোনে ও বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের জলসাকে গভীর বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখে। আমরা লক্ষ লক্ষ পাউন্ড এম.টি.এ র জন্য ব্যয় করে থাকি, শুধু এজন্য যে এর একটি বিরাট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হোল জামাতের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এর দ্বারা নিজ জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে খুঁজে পায় তাদের নিকট একই সময়ে এ বার্তা যেন পৌঁছে যায়। সুতরাং আমাদের আনন্দ ও অভিনন্দন এ জলসা অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যাবলী শুধুমাত্র বাহ্যিক অভিনন্দন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না হয়, এখানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারী ও এম.টি.এ মাধ্যমে যোগদানকারীরাও যা শুনেছেন ও দেখেছেন তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকুন ও নিজ জীবনে অন্তর্ভূক্ত করুন এবং আল্লাহতাআলার কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করুন যে তিনি এই জাগতিকতার যুগে আমাদের সংশোধনের জন্য আমাদের শিক্ষাগত, ব্যবহারিক ও বিশ্বাসগত উন্নতির ও উন্নয়নের জন্য পার্থিব এই জাগতিক আবিষ্কারকে আমাদের জন্য মাধ্যম বানিয়ে দিয়েছেন। টেলিভিসন, ইন্টারনেট, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যম যখন আমাদের জন্য কাজ করে তখন এক মোমিনের ঈমান বা বিশ্বাস বর্দ্ধিত হয় যা আজ থেকে চৌদ্দশ বৎসর পূর্বে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে এই যুগে এমন সমস্ত আবষ্কার হবে যা ধর্মীয় প্রকাশনার কাজে সাহায্যকারী স্বাব্যস্ত হবে এবং প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীটিকে উত্তমভাবে উন্নত থেকে উন্নততর হতে কার্যকরী হতে দেখছি। অতএব আমাদের আল্লাহতাআলার প্রতি এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী হয়ে এ কথা প্রতিনিয়ত স্বীকার করতে থাকতে হবে, কারণ এই কৃতজ্ঞতাভাজনই আমাদেরকে আল্লাহতাআলার নির্দেশ অনুযায়ী অধিক পুরস্কার ও উন্নতিতে ভূষিত করবে। আল্লাহতাআলা বলেন,-'লা ইন শাকারতুম লাজিদ্নকুম'- অর্থাৎ যদি তুমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে তো তোমাকে আরও বর্ধিত দানে ভূষিত করবো ও তোমাদের প্রবৃদ্ধি লাভ হবে। এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয় যেখানে আমাদেরকে আল্লাহতাআলার কৃতজ্ঞ হওয়ার রাস্তা দেখায় সেখানে বান্দার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আঁ হযরত (সাঃ) বলেন,- যে ব্যক্তি বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না সে খোদাতাআলারও কৃতজ্ঞভাজন হয় না। আল্লাহতাআলা এই কর্মীদেরকে এ সৌভাগ্য প্রদান করেছেন যে তারা জলসার ব্যবস্থাপনাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার চেষ্টা করেছেন। বহু বিভাগ এমনও আছে যাতে পুরুষ, মহিলা ও বৃদ্ধরা আছেন এবং যুবক ও বাচ্চারাও সেবা করেছেন এবং জলসার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় নিজ সামর্থ্য ও ক্ষমতানুযায়ী সর্বোত্তম পদ্ধতিতে পরিণাম দিতে সর্বাত্তক সচেষ্ট হয়, সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী কর্মচারী বিভিন্ন বিভাগের, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো কোন কম্পানীর ডাইরেক্টর কেউ ইঞ্জিনিয়ার অথবা কেউ হয়তো বিজ্ঞানী ও ব্যবসাবাণিজ্যে আছে অথবা শ্রমিক আছে সকলে এই স্বেচ্ছাসেবী কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে সহযোগীতা করে থাকে। এছাড়া গুটানোর কাজও আছে যা জলসার পর করা হয়ে থাকে, বৃষ্টিও হয়, জলসা সমাপ্তির পর সময় স্বাপেক্ষে সমস্ত জিনিসপত্র গুটানোর কাজ করা হয়। বরং সব কাজই বড়ই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বছর কানাডা হতে খুদ্দামের একটি দল নিজেদেরকে উপস্থাপন করেছে যে আমরা জলসায় কাজ করতে চাই আর বড়ই উদ্দমের সাথে তারা করেওছে। যুক্তরাজ্যের খুদ্দামুল আহমদীয়ার দলের সাথে আমাদেরকে কানাডার খুদ্দামের এই দলকেও সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিৎ। যাইহোক এই সমস্ত সদস্যরা পুরুষ হোক বা মহিলা আমরা সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, অবশ্যই তারা কৃতজ্ঞতা লাভের অধিকারী। আল্লাহতাআলা তাদের সকলকে এর উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। কর্মীদের পক্ষ হতে আমি সকল অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে দিতে চাই যাঁরা সহযোগিতা করেছেন কয়েকজনকে ছাড়া মোটের উপর কোন অভিযোগ আসেনি। একটা দুটো অভিযোগ আসাটা স্বভাবসিদ্ধ। এই মুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের বিষয় সংক্রান্ত অতিথিদের অভিব্যক্তি বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে চাই। মি. উইলসন সাহেব যিনি ইউগান্ডার মিনিস্টার অব জেন্ডর তিনি জলসায় যোগদান করেছিলেন। তিনি

বলেন, অতিথি আপ্যায়ন, নিরাপত্তাব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ব্যবস্থাপনা দেখে অবাক হলাম যে কিভাবে লোকেরা স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে এত ত্যাগ স্বীকার করছে। তিনি বললেন যে, যে উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে জামাত আহমদীয়া কাজ করছে তা থেকে অনুমান হয় যে আর কয়েক বছরের মধ্যেই জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর উপর বিজয়লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ। তারপর তিনি বললেন যে, যদি বার্ষিক এই জলসাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করি তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটাই হবে যে, আহমদীয়া জামাত হল মানবতার জন্য শান্তি, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের এক মহান দৃষ্টান্ত। ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে এক অতিথি জ্যাক বারথুল সাহেব জলসায় যোগদান করেন। তিনি ফ্রেঞ্চ গুয়ানা আদালতের একজন জাজ এবং তিনি স্বদেশের বিশপদের প্রতিনিধিত্বে এখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে,- যখন আমি জলসায় যোগদানের জন্য ফ্রেনচগুয়ানা হতে রওনা হই তখন আমার পায়ে ভীষণ যন্ত্রণা ছিল, কিন্তু জলসায় আসার পর আল্লাহাতআলা অলৌকিকভাবে আরোগ্য দান করেন ও সমস্ত জলসা চলাকালীন যন্ত্রণার কোন চিহ্ন ছিল না। তাই আল্লাহতাআলার অপার অনুগ্রহ এটাই যে জলসার যে কল্যাণরাজি আহমদীদের লাভ হয় তা হতে অন্যান্যরাও উপকৃত হন।

এরপর নাইজেরিয়ার বিখ্যাত টেলিভিসন চ্যানেল এম.আই.টির চেয়ারম্যান আলহাজ বাসারি সাহেব বলছেন, জলসা সালানায় যোগদান করে আমার এমনটি অনুভব হচ্ছে যেন আমি আরাফতের স্থানে পৌঁছে গেছি এবং নিজ ইমামের প্রতি আনুগত্যের যে উদাহরণ এখানে আহদীয়া জামাতের খলিফা ও জামাতের সদস্যদের মধ্যে দেখলাম তা আর কোথাও আমি দেখি নাই। কঙ্গো কিনসাশার সাংবিধানিক আদালতের জাজ তিনি বলেন যে, আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হতে যে ইসলামের পরিচয় আমাকে করানো হয়েছিল তার ব্যবহারিক নিদর্শন আমি জলসায় উপস্থিত থেকে দেখে নিলাম। প্রকৃতপক্ষে খাঁটি ইসলাম এটিই যা আহমদীয়া জামাত উপস্থাপন করছে। ইসলামের এই বার্তার আজ পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন আছে। আমি মনে করি যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এই বার্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেরালোনের ভাইস প্রেসিডেন্ট জলসায় যোগদান করেন তিনি বলেন,- আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক জলসা খুবই বিস্ময়কর। সমস্ত জাতিকে একটি প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র মাধ্যম।

সেরালোনের মাকিনী থেকে সেখানকার মেয়র বলছেন, তিনদিন আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর ছিলাম আর আমার জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কখনও মানুষকে একে অপরকে এত ভালবাসতে দেখিনি। সেরালোন থেকে ডেপুটি ক্রীড়া মন্ত্রী এসেছিলেন তিনি বলেন,-জলসা সালানায় অংশগ্রহণ আমার জীবনের অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। আমি আজ পর্যন্ত কোনও ধর্মীয় বা রাজনৈতিক জলসায় এভাবে অতিথিদের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান দেখি নি। বেনিনের ন্যাশনাল এসেম্বলীর ডেপুটি স্পিকার এরিক হিন্দের সাহেব বলছেন যে,- সবচেয়ে বড় কথা যেটি আমার নিরীক্ষণে এসেছে তা হোল আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা নিজের খলিফার সাথে গভীর ভালবাসা রাখে। এই জিনিস অন্য কোথাও দেখা যায় না। আর্জেন্টিনা হতে এক আহমদী এসেছিলেন তিনি বলেন যে, আমি সত্য ধর্মের সন্ধানে দশ বছর কাটিয়েছি ও অবশেষে আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে সত্য ধর্ম লাভ করি। জলসা সালানার সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কার্যকলাপ দেখে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। সবচেয়ে বেশী যে বিষয়টি আমাকে প্রভাবিত করেছে তা হোল যুবক শ্রেণীর বিপুল পরিমানে উপস্থিতি। আমার জন্য এর চেয়ে বেশী আনন্দ আর হয় না যে আমি আর্যেন্টিনার প্রথম মুসলমান যে আহমদীয়াত গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

জাপান হতে এক অতিথি ইয়োশিয়ো ওমুরা সাহেবও এসেছিলেন তিনি বলেন,- জলসা সালানা যুক্তরাজ্য জাতিসংঘের প্রকৃত নিদর্শন উপস্থাপন করছিল যেখানে নানান রঙ ও জাতির, গোষ্ঠির লোকেরা এক বংশোদ্ভূত মনে হচ্ছিল। এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমার অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলেছে। জাপান হতে ডঃ জুয়ানী মন্টেও এসেছিলেন হুযুর (আইঃ) বলেন এই ব্যক্তি চিকিৎসা বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করেছেন এবং টোকিও আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলার অবসরে জামাতের সাথে পরিচিতি হয়। পুস্তকমেলার প্রথম দিনে যখন তাঁকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর লিখিত 'ইসলামের নীতি দর্শন' দেওয়া হলো পরদিন আবার তিনি আমাদের কাছে (পত্র লেখক জানাচ্ছেন) আসেন ও বললেন যে, গত রাত্রে এই পুস্তকটি পড়া শুরু করি আর আমার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে যে আমি পুস্তকটি শেষ না করে ঘুমিয়ে পড়ি। প্রভাত অব্দি যতক্ষণ পুস্তকটি সম্পূর্ণ পড়ে ফেলি ততক্ষণে আমার এ বিশ্বাস হয়ে গেল যে ইসলাম একটি সত্য ধর্ম ও সঠিক ও সত্যের পথ। তিনি জলসা দেখে বললেন যে,- আমি সত্যের সন্ধানে ছিলাম, আর আমি সত্য পেয়ে গেলাম। ইসলাম ও আহমদীয়াত এর উপর কোন জীবন শৈলী নেই। তাই তিনি জলসা পরিশেষে তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী দিনেই আমার কাছে আসেন যে ইনি বয়াত করতে চান সুতরাং ঐ দিনেই তাঁর মসজিদে বয়াত গ্রহণ কার্য সম্পন্ন হয়।

স্পেন হতে জাতীয় পরিষদের দুজন সদস্য এসেছিলেন। তাদেরই একজন জোস মারিয়া সাহেব বলেছেন যে, এই তিনদিনই তিনি জলসার সমস্ত অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং বারংবার এ কথা স্বীকার করেন যে, এরূপ সুশৃঙ্খল কর্ম আমাদের সরকার করতে অক্ষম যা এখানে স্বেচ্ছাসেবীরা করছেন। আমি এই জলসা হতে অনেক কিছু শিখে যাচ্ছি।

অতএব এই যে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ এটিও এক প্রকারের নিরব তবলীগ বা প্রচার যা তারা করে চলেছে। এরূপে এক মহিলা পার্লামেন্টের সদস্যা যিনি এসেছিলেন তিনি বলেন,- আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা পৃথিবীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে শুধুমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। তিনি আরও বলেন,- আজ আমি আপনাদের খলিফাকে জানাতে চাই যে,

আমাদেরও এটিই বাসনা যে যখন আপনারা আমাদের দেশে আসবেন ওটাকে নিজের ঘর মনে করবেন। ফ্রান্সের আমীর সাহেব বলেন যে, এখানে একই বংশের পয়ঁত্রিশ জন লোক জলসায় উপস্থিত ছিলেন যাঁদের মধ্যে আটাশ জন পূর্বেই আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন তাদের বাবা, মা ও এক মেয়ে এবং তার তিন সন্তান তখনও আহমদীয়াত গ্রহণ করেননি। জলসার দ্বিতীয় দিন তারা বললেন যে, আজ আমি পাঁচ বার আঁ হযরত (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছি অতএব তিনি ও তাঁর স্ত্রী রবিবারের আন্তর্জাতিক বয়াতে অংশ নিয়ে জামাতভুক্ত হন। তিনি বলেন যে বয়াতের সময় তাঁর সমস্ত পরিবার পরিজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন যারা কিনা বাচ্চাদের মত গুমরিয়া কাঁদছিলেন।

অতএব এ সমস্ত বিষয়গুলি যেমন প্রতিটি আহমদীকে কৃতজ্ঞ করে তেমনি যাদের মধ্যে ছোটখাট দুর্বলতা আছে তাদের সেই দুর্বলতাগুলিকে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিৎ। সুইজারল্যান্ড হতে প্রেস ও মিডিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত অতিথি ব্রানসেলসাল বেলি সাহেব যোগদান করে বলেন যে, জলসা সালানার শেষ দিনটিতে তিনি অংশ নেন। তিনি বলেন, আমি পৃথিবীর বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সমাবেশে যোগদান করতে থাকি পরন্তু এরূপ অনুষ্ঠান পূর্বে কখনো দেখি নাই। একজন অ আহমদী সুইস নিবাসী ও অ মুসলমান মাইকেল শেরন বর্গ এখানে যোগদান করেন (সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী তিনিও) তিনি বলেন যে,- সবচেয়ে মহান দৃশ্য যেটি ছিল তা হোল আন্তর্তর্জাতিক বয়াত গ্রহণ সমারোহ যেখানে কিভাবে মানুষ তাদের বিশ্বাস ও খলিফার সাথে সংশ্লিষ্টতার অঙ্গীকার করছিল।

একজন নবাগত আহমদী বাসরো মাইটায়কেল যিনি মাক্রোনেশিয়া থেকে এসেছিলেন এবং সেখানে ১১ বছর মেয়রও ছিলেন, তিনি বলেন যে, এ সব কিছু দেখার পর এবার আমি দৃঢ় সংকল্প করে যাচ্ছি যে আমার বংশের সকলকে ও কোসারে (যেখানে তিনি বাস করেন সে স্থানের নাম)র লোকেদের ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত মতবাদকে দূরিভূত করার চেষ্টা করবো। জামাইকা হতে এক সাংবাদিক এসেছিলেন তিনি আমার সাক্ষাৎকারও (ইন্টারভিউ) নিয়েছিলেন। বলছিলেন যে,- আমি দেশে ফিরে লিখবো বা প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করবো, এতেও অধিক মাত্রায় তবলীগের রাস্তা খুলে যায়। তিনি বলেন যে, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আহমদীয়া জামাতের এই শিক্ষাকে জামাইকাতে প্রসারের জন্য কঠিন প্রিশ্রম করবো। হুযুর (আই:) বলেন,- এবার বলুন ইনি তো খ্রীষ্টান কিন্তু আমাদের প্রচারের মাধ্যম হয়ে গেলেন। পানামা হতে রোনাল্ডো কোপে সাহেব জলসায় এসেছিলেন তিনি বলেন যে,- আমি এখানে ভালবাসা, প্রেম ও শান্তির এমন পরিবেশ দেখেছি যার আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আরও বলেন যে,- আজকের পর যদি কেউ ইসলাম সম্পর্কে ভুল তত্ত্ব উপস্থাপন করে তবে আমি তার প্রচন্ডভাবে নিরসন করার চেষ্টা করবো।

কাজাকিস্তানের রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং নিউ ইয়োর্ক একাডেমীর মেম্বার তানাসিয়ামা সাহেবা ২০০০ সনে তাঁকে লেডি অব ওয়ারল্ড হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছিল নিজ প্রতিক্রিয়াতে ব্যক্ত করেন যে,- আমার পঁচাত্তর বছরের বয়সকালে পৃথিবীর বহু জায়গা পরিদর্শন করেছি পরন্তু মানবতার সাথে ভালবাসা এবং মানবজাতির প্রকৃত সেবা করা আমি শুধুমাত্র এখানেই দেখেছি। একজন ছাত্রী গোয়েটামালা হতে এসেছিলেন, তিনি বলেন,- জলসায় যোগদান আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দময় অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুশোভিত করার পথপ্রদর্শন করেছে। ক্রোশিয়া থেকে আটাশ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি দল এখানে এসেছিল আর ক্রোশিয়ান জাতীয় পরিষদের সদস্য পার্লামেন্টও ছিলেন। তাদের মধ্যে প্যান্ডএক্স সাহেব বলছেন যে,- আমার কোন মুসলমান সম্মেলনে যোগদানের এটা প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল। আবার এই শেষ বক্তৃতাও উনি শুনেছেন বলছেন যে,- যদি এ সমস্ত উপদেশগুলিকে মেনে চলা যায় তো এই পৃথিবী শান্তির এক কেন্দ্রভুমিতে পরিণত হবে, তিনি প্রচন্ড প্রভাবিত ছিলেন। সেরালোনের জাতীয় টেলিভিসন এস.এল.বি.সি এর সংবাদদাতাও যোগদান করেন। তিনি বলেন যে,- আপনারা আমাকে এই জলসায় আমন্ত্রন জানিয়ে বড়ই অনুগ্রহ করেছেন আর বলেন,- আমি জলসা চলাকালীনই আহমদীয়া জামাতভুক্ত হওয়ার সংকল্প করে ফেলি যাহোক তিনি আন্তর্জাতিক বয়াতের দিন জামাতভুক্ত হয়ে যান। পল সেঙ্গার ডিউইস যিনি ব্রিটিশ রয়াল এয়ার ফোর্সের গ্রুপ ক্যাপটেন, তিনি বলেন, আমি অবশ্যই এ কথা স্বীকার করতে চাইবো যে আজ পর্যন্ত আমি অজস্র এরূপ অনুষ্ঠান দেখেছি পরন্তু এমন সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান কখনও দেখি নি। আইভেরী কোস্টের এক অতিথি কোয়া কো কোয়া আতরা সাহেব তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি বলেন,- এটি আমার জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমি কয়েক বছর যাবৎ আহমদী আছি কিন্তু এই ধরনের আধ্যাত্মিক পরিবেশ সর্ব প্রথম দেখলাম। আমি প্রথম হতেই আহমদী আছি কিন্তু জলসা সালানায় যোগদান করে আমার বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়ে গেছে।

ব্রিটিশ সোসাইটি অব টিউরিনশাওর নিউজ এডিটর হাওফরে সাহেব বলেন যে,- (তিনিও টিউরিনশাওর বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত) আমি আজ পর্যন্ত যতগুলি ফোরাম এ মসীহের কাফন সংক্রান্ত কথাবার্তা বলেছি তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ফোরাম এটিই ছিল। প্রেস আর মিডিয়ার বিষয়ে আমি বলছিলাম, আল্লাহতাআলার কৃপায় এ বছর প্রেস এবং মিডিয়ার মাধ্যমে জলসার ব্যাপক পরিশরে পরিচিতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে, এর জন্য আমাদের আল্লাহতাআলার সম্মুখে নতমস্তক হওয়া উচিৎ যে আল্লাতাআলা কিভাবে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। জলসার সংবাদ ও অডিও ক্লিপস টেলিভিসন ও অনলাইন ভিডিওর সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোট ৩৩ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছে গেছে এ সংবাদ। রেডিওর ৩৪টি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। প্রকাশনা ও অন লাইন মিডিয়াতে ১৪টি ফোরামের কল্যাণে ৭৭ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছায় এবং

সামাজিক মাধ্যমে এগার শত পয়ঁতাল্লিশজন উপস্থিত লোকসংখ্যার মাধ্যমে জলসার বার্তা ৫০ লক্ষ লোকের কাছে পৌঁছায়। এভাবে উল্লিখিত পন্থার মাধ্যমে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার মানুষের কাছে জলসার কার্যক্রম, সংবাদ, বার্তা ও ছবি এবং অডিও ক্লিপ্স পৌঁছেছে এবং আফ্রিকার বাইরে এমন দেশ যেখানে জলসা সম্পর্কিত তথ্যচিত্র সাংবাদিকদের হস্তগত হয়েছে সে দেশগুলি হোল যুক্তরাজ্য, স্কটল্যান্ড, উইলজ, আয়ারল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পাকিস্তান, ভারত, ফ্রান্স, জামাইকা, ভলিভিয়া, গ্রীস এবং বেলিস অন্তর্ভূক্ত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চ্যানেল হোল বি.বি.সি নিউজ ২৪, যাতে জলসার সংবাদ তিন বার সম্প্রচারিত হয়। এও সর্বপ্রথম হোল। বাহ্যিকভাবে এই চ্যানেলে একবারই সংবাদ প্রচারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যদিও পরবর্তীতে অধিক সংবাদ প্রচারের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা, ফ্রান্স এ.এফ.পি ও জলসার সংবাদ প্রচার করে। এ. এফ.পিও ভিডিও রিপোর্ট সম্প্রচার করে যা পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতের ডজন খানেক ওয়েব সাইটে প্রচারিত হয়। এগুলির মধ্যে ইয়াহু নিউজ, এম.বি.সি নিউজ, এম.এস.এন নিউজ ইত্যাদি।

এছাড়া রেডিও সম্প্রচারের অধীনে ৩৪ টি রেডিও ইন্টারভিউ বি.বি.সির তিনটি ন্যাশনাল রেডিও স্টেশন, ২৪টি আঞ্চলিক রেডিও স্টেশন এবং দুটি স্থানীয় রেডিও স্টেশনে সম্প্রচারিত হয়। এর মধ্যে ৪টি বি.বি.সি রেডিও ৪ ও এর অন্তর্ভূক্ত, যা কিনা যুক্তরাজ্যে সবচেয়ে শোনা হয়। এতে কুড়ি মিনিট দীর্ঘ ইন্টারভিউ সম্প্রচারিত হয়। এছাড়া বি.বি.সি.স্কটল্যান্ড, বি.বি.সি. রেডিও এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন্তর্ভূক্ত। বি.বি.সি রেডিও স্টেশন নেটওয়ার্ক এ এক ঘন্টারও বেশী ইন্টারভিউ সম্প্রচারিত হয়। ৩৩টি রেডিও স্টেশনের মাধ্যমে ২৭ লক্ষ মানুষ পর্যন্ত বার্তা পৌঁছায়। এর মধ্যে কমপক্ষে দুটি ইন্টারভিউ এর সূচনা আমার কথার মাধ্যমে হয়েছে যা বি.বি.সি এর সাংবাদিক ক্যারোল্যান ওয়াইট আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেটিকে তারা সম্প্রচারিত করে। যার ফলে এখানকার মুসলিম সংগঠন এর পক্ষ হতে প্রচুর হৈচৈ আরম্ভ হয়, যে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং আমরা মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবো। অফিনটন পোষ্টও দুটি আর্টিকাল প্রকাশ করে, এভাবে আরও বহু সামাজিক মিডিয়া এবং টুইটার ইত্যাদির দ্বারা এ বার্তা পৌঁছাতে থাকে। এই রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় রিপোর্ট। এছাড়া ইউ.কে-র প্রেস ও মিডিয়া মাধ্যমে আনুমানিক দুই তিন মিলিয়ন মানুষ অব্দি বার্তা পৌঁছেছে হয়তো। আফ্রিকার দেশগুলিতে স্থানীয় টি.ভি জলসা সালানার লাইভ কভারেজ দিতে থাকে। যাতে ঘানা, নাইজেরিয়া, সেরালোন, ইউগান্ডা ও কঙ্গোসা অন্তর্ভূক্ত। হাদিকাতুল মেহদী হতে সরাসরি লাইভ প্রসারণ করা হয়। ঘানার এক বন্ধু নানাওয়াসিকোতো সাহেব ফোন করে বলেন,- আমি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী, কিন্তু আপনাদের জলাসর লাইভ সম্প্রচার দেখে আমি অত্যন্ত আবেগআপ্লুত হই, আমার অশ্রু নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নাই যে ইসলামের প্রতিনিধিত্বে আহমদীয়া জামাতই অগ্রগণ্য। আমি দোয়া করি যেন আমি আপনার জামাতের মোবাল্লেগ(প্রচারক) হয়ে জামাতের বার্তা ছড়াতে পারি। ঘানার তামালে হতে এক মহিলা হুমা উদাতু সাহেবা বলেন,- আমি ঘানা টি.ভি মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের জলসা দেখি, এবং এ জলসা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হই। আমি তো মুসলমান, কিন্তু জলসার প্রসারণ দেখে আমি আহমদী মুসলমান হতে ইচ্ছুক। আল্লাহতাআলার কৃপায় সেরালোন এর জাতীয় টি.ভি. এস.এল.বি.সি.এস এ জলসা সালানার ৩৬ ঘন্টার প্রসারণ লাইভ দেখানো হয়। কঙ্গোর কিন্সাসা এ ও চারটি বড় বড় শহরে জলসার সম্প্রসারণ দেখানো হয়। এদের মধ্যে দুটিতে আমার শেষ ভাষণ সম্প্রচারিত হয়। যদিও দুটি শহরে জলসার সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি সরাসরি প্রচার করা হয়েছিল। এক বন্ধু বলেন যে,- টি.ভি তে আপনাদের জলসা দেখলাম প্রচন্ড আনন্দ পেলাম যে পৃথিবীতে এমন এক সত্তা বর্তমান যিনি এত মনোরম শিক্ষা প্রদান করছেন। আফ্রিকান দেশগুলির রেডিওগুলিতে জলসা সালানার যে কভারেজ হয় মালিতে জামাত ১৫টি রেডিও স্টেশন মাধ্যমে জলসা সালানার তিন দিনের অনুষ্ঠানগুলি সম্প্রচারিত হয়, এভাবে ওখানে অন্তত: এক কোটি মানুষ পর্যন্ত জলসা সালানা ইউ.কের লাইভ কভারেজ নিজস্ব ভাষায় শুনেন।

এরূপে বরকিনাফাসোতে চারটি রেডিও স্টেশনে জলসা সালানার তিন দিনের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় এটারও শ্রোতাসংখ্যা প্রচুর। এভাবে সেরালোনে অনুষ্ঠানগুলি সম্প্রচারিত হয়। তো এভাবে জলসা সালানার বার্তা কয়েক কোটি লোকের নিকট আল্লাহতাআলার কৃপায় পৌঁছে যায়। আল্লাহতআলার কৃপায় প্রেস ও মিডিয়ার দল খুব ভাল কাজ করেছে ও এম.টি.এ ও এর জন্য অনেক কাজ করেছে। বিশেষ করে যাঁকে আফ্রিকার ইনচার্জ বানানো হয়েছে তিনি এর প্রেক্ষাপটে প্রচুর কাজ করেছেন এ জন্য আল্লাহতাআলা তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

যাহোক আল্লাহতাআলার কৃপায় এই জলসা মাধ্যমে আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি বেশ বিস্তৃত হয়েছে এবং এতে যেমনটি আমি আগে বলেছি যে বহু কর্মচারী যুক্ত আছেন। এম.টি.এ এবং প্রেস বিভাগও আবার প্রেস বিভাগে কর্মচারী যারা ইউ.কে র যুবক শ্রেণী আছে তারা এতে যুক্ত নিজস্ব কর্ম সম্পাদন করছেন আল্লাহতাআলা এদের কর্ম ক্ষমতাকে আরও বৃদ্ধি দান করুন।

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর (আইঃ) মোকাররম মির্যা রফিক আহমদ সাহেবের স্ত্রী সয়েদা ফরিদা সাহেবার যিনি তিন দিন পূর্বে মৃত্যু বরণ করেন তাঁর বংশের অবস্থা, সৎ চরিত্র ও জামাতের প্রতি সেবামূলক আচরণের বর্ণনা দেন। মরহুমা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এর পুত্রবধু ছিলেন। আল্লাহতাআলা তাঁর সহিত ক্ষমা ও করুণার আচরণ করুন এবং তাঁর সন্তানদেরও সুরক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন

**অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে**